NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের দিন সভা করার অনুমতি শুভেন্দুকে

তিনটি সংশোধনী বিলকে অনুমোদন রাজ্যপালের ৩

কলকাতা ৩০ এপ্রিল ২০২৫ ১৬ বৈশাখ ১৪৩২ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 30.04.2025, Vol.18, Issue No. 318, 8 Pages, Price 3.00

উচ্চ প্রাথমিক মামলায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ প্রাথমিকের একটি মামলার শুনানিতে এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন)-এর চেয়ারম্যান-সহ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ, এই মামলায় আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা কার্যকর করেনি এসএসসি। তাতেই বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার বলে, 'আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতেই হবে। এজলাস থেকেই আধিকারিকদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেব। ডেপুটি শেরিফকে ডেকে পাঠান।' আগামী ১৬ মে মামলা রাখা হবে। নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে কি না, বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছে বেঞ্চ।

উচ্চ প্রাথমিকের এই মামলায় হাইকোর্ট এসএসসিকে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ১৫ হাজার পদে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু আদালতের সেই নির্দেশ এসএসসি কার্যকর করেনি বলে হাইকোর্টে অভিযোগ করেন এক চাকরিপ্রার্থী। সেই মামলাতেই মঙ্গলবার আদালতে হাজির হন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এবং আধিকারিকেরা। এসএসসির আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, আদালত কাউন্সেলিং করে নিয়োগের সুপারিশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। সেইমতো এসএসসি ৯,০০০-এর বেশি পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে। কিন্তু বাকি পদে অনুপাত ধরে রাখা যাচ্ছে না। কিসে সমস্যা হচ্ছে, তা উদাহরণ দিয়ে এসএসসির তরফে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেদিনীপুরের কোনও স্কুলে হয়তো দু'জন শিক্ষকের প্রয়োজন। অথচ সেখানে নিয়োগ করার মতো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। কোনও স্কুলে বাংলা বিভাগে তিন জন শিক্ষকের প্রয়োজন।

আজ 'শ্রীক্ষেত্র' দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধন

মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনের শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে মঙ্গলবারই। মন্দিরের দ্বারোদঘাটন ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে মঙ্গলবার দুপুরের যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ণাহুতি শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সমস্ত ধর্ম-বর্ণের মানুষ এসেছেন এখানে। প্রত্যেকেই আমাদের অতিথি। ধর্ম কখনো মুখে প্রচার করে হয় না, ধর্ম হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় মানুষের আস্থা ও ভরসা বিশ্বাস ও ভালোবাসায়। আমার গোত্র জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। আমার গোত্রে আমি পুজো করি না। আমি মা-মাটি-মানুষের গোত্রে পুজো করি। এটা আমার চিরকালের অভ্যাস। সব মানুষ ভালো থাকলে আমি ভালো থাকি। তাই সকলের হয়ে প্রার্থনা করছি।' মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, আজ বেলা আড়াইটে থেকে শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ৩টের সময় হবে দ্বার উদঘাটন। এরপর মিনিট পাঁচেকের জন্য খুলে যাবে মন্দিরের দরজা। শেষে হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা নেত্রী, সাংসদ, বিধায়করা। ইতিমধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুরে পৌঁছে গিয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। টলিউড ও সঙ্গীতজগতের সব বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, নচিকেতা, অরিন্দম শীল, দেবলীনা কুমার সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

এই প্রসঙ্গে নিজেই জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বুধবার অনুষ্ঠান রয়েছে। সে জন্য অদিতি এসেছে। ডোনা গাঙ্গুলি, জিৎ গাঙ্গুলি এসেছে। দেব, রচনা, দেবলীনা, সকলেই এসেছে।'

২০১৮ সালে পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়ে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর করোনাকালে মন্দির নির্মাণ বন্ধ ছিল। পরে তা শুরু হয়। রাজস্থান থেকে অন্তত ৮০০ কারিগর আনা হয়েছিল। মূল মন্দিরে সিংহাসনে থাকবে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি। এছাড়া থাকছে ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন এবং গর্ভগৃহ। নাটমন্দিরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ১৬টি স্তম্ভের উপরে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'জগন্নাথ মন্দিরের হাত ধরে দিঘা আন্তর্জাতিক পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। বাংলা ও দেশের গৌরব। আমরা সকলেই গর্বিত। এত সুন্দর স্থাপত্যের কাজ। পুরী থেকেও রাজেশ দৈতাপতিরা দল নিয়ে এসেছে। ইসকন-কেও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসকনের পুরো টিম আছে। সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরা এসেছেন এছাড়া সমস্ত ধর্মের লোকেরা এসেছেন। জয়রামবাটি, কামারপুকুর, বেলুড় মঠ, লোকনাথধাম থেকেও প্রতিনিধিরা এসেছেন। হৃদয় দিয়ে চেষ্টা করেছি।'

পহেলগাঁয়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনায়

মোদির বাসভবনে সরকার ও সেনার শীর্ষস্থানীয়দের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর। তবে এখনও সেখানকার পরিস্থিতি থমথমে। কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে উপত্যকা। হামলার পর সাত দিন অতিক্রান্ত হলেও অধরা জঙ্গিরা। পহেলগাঁওয়ের পরিস্থিতি নিয়ে পৃথক বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সূত্রের খবর ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্ষমতার উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। জঙ্গি হামলার প্রতিক্রিয়ার ধরণ, টার্গেট এবং সময় নির্ধারণের জন্য সম্পূর্ণ অপারেশনাল স্বাধীনতা দিয়েছেন ভারতীয় সেনাকে।

মঙ্গলবার পহেলগাঁও নিয়ে জোড়া বৈঠক করেন মোদি এবং শাহ। বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ৭, লোককল্যাণ মার্গে জরুরি বৈঠকে বসেন মোদি। সেই বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, তিন বাহিনীর প্রধান। সূত্রের খবর, পহেলগাঁও হামলা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেই বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, শাহও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন।

সোমবারই জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বসেছিলেন মোদি। সেই বৈঠকের এক দিন পরেই নিজের বাসভবনে সরকার এবং সেনার শীর্ষস্থানীয়দের নিয়ে আলোচনায় বসলেন তিনি।

বিদেশিদের নাগরিকত্ব প্রমাণে বৈধ নয় আধার-প্যান-রেশন কার্ড

নয়া নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল: নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আর বৈধ নয় আধার, প্যান এবং রেশন কার্ড। পহেলগাঁও আবহে দিল্লি পুলিশকে এমনই নির্দেশ দিল কেন্দ্র। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছে সে রাজ্যের পুলিশ। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, বেআইনিভাবে বসবাসকারী সন্দেহভাজন বিদেশি নাগরিকদের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য রাজধানীতে আর বৈধ নয় আধার, প্যান এবং রেশন কার্ড। পরিবর্তে এখন থেকে কেবল ভোটার আইডি কার্ড এবং পাসপোর্টকেই গণ্য করা হবে।

দিল্লি পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে, রাজধানীতে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক বিদেশি নাগরিকদের কাছে রয়েছে, আধার, প্যান এবং রেশন কার্ড। এই নথিগুলির সাহায্যে তাঁরা নিজেদের ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করছেন। এঁদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা বাংলাদেশি এবং পাকিস্তানি। ফলে তাঁদের চিহ্নিতকরণে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, পহেলগাঁও কাণ্ডের পর সব পাকিস্তানি নাগরিককে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ভারত। বাতিল করা হয়েছে ভিসাও। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করতে একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ করেছে মোদি সরকার।

ঘিঞ্জি গলির আগুনের ফাঁদে বড়বাজার, হোটেল আগুনে মৃত ১৫, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কেঁপে উঠল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে। বড়বাজারের মেছুয়া ফলপট্টির 'ঋতুরাজ হোটেল'-এ মঙ্গলবার রাতে লাগা আগুনে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৫ জন, যাঁদের মধ্যে রয়েছে এক শিশু। অনেকে দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন, কেউ কেউ জানলা বা কার্নিশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিল ঘরের ভিতর ও বাইরের সিঁড়িতে। প্রায় ৮৮ জন আবাসিক থাকতেন ওই হোটেলে।

হোটেলের একতলায় ছিল দোকান ও গুদাম, তার উপরে হোটেলটি। স্থানীয়দের দাবি, আগুন লাগে রান্নাঘর থেকে, তারপর তা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। ঘিঞ্জি গলি ও একমাত্র সিঁড়িপথের জন্য উদ্ধারকাজে প্রবল অসুবিধা হয়। ছাদে উঠে মোবাইলের আলো দেখিয়ে অনেকেই সাহায্যের আর্জি জানান। পাশের বাড়িতে ল্যাডার দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয় কয়েকজনকে। এক ব্যক্তি পাইপ বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যান।

আগুন আয়ত্তে আনতে নামে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। উদ্ধারকাজে অংশ নেয় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। আহতদের কলকাতা মেডিক্যাল, আর জি কর ও এন আর এস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, আগুনে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। হোটেলে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না বলেই প্রাথমিক ধারণা। ইতিমধ্যে পুলিশের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে হোটেলের ফায়ার লাইসেন্স, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গাফিলতির দিকগুলি।

ঘটনাস্থলে যান পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পুলিশ কর্তারা। স্থানীয়দের প্রশ্ন, বারবার সতর্কতার পরও কেন বড়বাজারে আগুন রোখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি? মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শহরজুড়ে নেমেছে শোকের ছায়া।